ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে শিবির সন্দেহে এক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। রোববার রাত ১১টা থেকে সোমবার সকাল
ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর নাম শাহরিয়াদ মিয়া সাগর। তিনি ২০১৯-২০ সেশনের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর অভিযোগ, মারধরের ঘটনায় হল ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাজেদুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক ইউসুফ তুহিন, প্রশিক্ষ
উন্নয়ন সম্পাদক পিয়ার হাসান সাকিবসহ আরও বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী জড়িত। সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হ

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রাত ১১টায় শিবির সন্দেহে শাহরিয়াদকে পদ্মা-৪০০৮ নম্বর রুমে নিয়ে মারধর করতে থাকে হল ছাত্রলীগের নেতাক
তার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তাদের নাম প্রকাশ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এরপর সকালে তাকে হল থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দে
আবারো বাঁশ ও কাঠ দিয়ে মারধর করেন তারা। এরপর সকাল ৮টার দিকে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আবদুল বাছির হলে এসে উভয় পক্ষের সঙ্গে কথ
টিমের হাতে তুলে দেন।

প্রক্টোরিয়াল টিম সূত্রে জানা যায়, শাহরিয়াদকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদুল্লাহ হলের সামনে পৌঁছালে তাবে
মারধরকারীদের মধ্যে রয়েছে একাত্তর হল ছাত্রলীগের গণযোগাযোগ উপসম্পাদক শাকিবুল ইসলাম সুজন, সাহিত্য সম্পাদক ইউসুফ তুহিন,
সাকিব।

সরেজমিন শিক্ষার্থীর হাত ও কানে মারধরের চিহ্ন দেখা গেছে। তবে অভিযুক্তরা মারধরের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

ভুক্তভোগী শাহরিয়াদ বলেন, এক জুনিয়রের সঙ্গে আমার ফোনে একটু কথা হয়েছিল এটার সূত্র ধরে তারা আমাকে ৪০০৮ নম্বর কক্ষে নিয়ে যায়।
দেহের বিভিন্ন জায়গায় কাঠ দিয়ে আঘাত করে। বাবা-মা তুলে গালিগালাজ করে। একপর্যায়ে সাংবাদিকরা এলে তখন নির্যাতন বন্ধ করে। তারা
একটা মিনিটও ঘুমাতে দেয়নি। সবচেয়ে বেশি মেরেছে সুজন, তুহিন ও মাজেদ।

অভিযুক্ত মাজেদুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, সে (শাহরিয়াদ) শিবির করার কথা আমাদের সামনে শিকার করছে। তার বিষয়টি রাতেই আমর
ধরনের মারধর করা হয়নি। এ বিষয়ে জানার জন্য অভিযুক্ত ইউসুফ তুহিন ও বায়েজিদ বোস্তামীকে ফোন দেওয়া হলেও তারা রিসিভি করেননি।

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত বলেন, আমরা বিষয়টি জেনেছি, প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। ছাত্রলীগ মারধরের রাজনীতি ক
প্রমাণ সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্র শিবিরের সঙ্গে ওর সম্পৃক্ততা আছে বলে জেনেছি। যেটা ও নিজেও স্বীকার করেছে।
মারধরের বিষয়ে তিনি বলেন, আমার মনে হয় যে মারধরের বিষয়টা না হলে ভালো হতো। মারধরের ঘটনাটা শিক্ষার্থীদের মধ্যে না হওয়াই ভ
লিখিত অভিযোগ দেয় তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব।

1
Shares